মেহেরপুরে বিএনপির গণমিছিল ও সমাবেশ

কর্তৃত্তবাদী সরকারের পদত্যাগ, রাষ্ট্র সংস্কারের ২৭ দফা প্রস্তাব বাস্তবায়ন, বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা, মহাসচিব ফখরুল ইসলাম আলমগীর, জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাসসহ দলীয় নেতাকর্মীদের মুক্তির দাবিতে গণমিছিল ও সমাবেশ করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

শনিবার বেলা ১১ টার দিকে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে শহরের কাথুলী সড়কে এ গণমিছিল করে দলটি। পরে কাথুলী বাসস্ট্যান্ডে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুনের সভাপতিত্বে পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন, জেলা বিএনপির সহসভাপতি আব্দুর রহমান, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. মারুফ আহমেদ বিজন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আরজুল্লাহ বাবলু, আব্দুল আওয়াল, সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্টো, আব্দুর রশিদ।
গণমিছিল ও বিক্ষোভ সমাবেশে জেলা বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের শত শত নেতাকর্মী অংশ গ্রহণ করেন।

বিএনপির সংসদ সদস্য হারুন পদত্যাগ করবেন আজ

সংসদ সদস্য পদ থেকে বৃহস্পতিবার (২২ ডিসেম্বর) পদত্যাগ করবেন বিএনপি থেকে নির্বাচিত চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ আসনের সংসদ সদস্য হারুনুর রশীদ। বেলা ১১টায় জাতীয় সংসদের স্পিকারের কাছে

পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার কথা রয়েছে তার।

বিষয়টি বিএনপির প্রেস উইং সদস্য শামসুদ্দিন দিদার নিশ্চিত করেছেন।

চলতি একাদশ জাতীয় সংসদে বিএনপির সাতজন সংসদ সদস্য ছিলেন। ১০ ডিসেম্বর ঢাকায় বিএনপির বিভাগীয় জনসভা থেকে তারা পদত্যাগের ঘোষণা দেন। গত ১১ ডিসেম্বর বিএনপির ৬ সংসদ সদস্য পদত্যাগ করেন। এরইমধ্যে সংরক্ষিত নারী আসন ছাড়া অন্য ৫টিতে উপনির্বাচনের তারিখও ঘোষণা করা করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ওই সময় হারুনুর রশীদ বিদেশে থাকার কারণে পদত্যাগপত্র জমা দিতে পারেননি।

সূত্র: ইত্তেফাক

মেহেরপুর জেলা বিএনপির শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন

‘চাই সত্য উচ্চারনের অধিকার’ এ স্লোগানে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে শহীদদের স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

আজ বুধবার সকালে জেলা পরিষদের সামনে স্মৃতিসৌধে জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহ- সভাপতি আব্দুর রহমান, সহ- সভাপতি ইলিয়াস হোসেন, সহ- সভাপতি হাবিবুর রহমান হবু, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস,সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, জেলা মহিলা দলের সভাপতি সাইহেদাতুন নেছা, বিএনপির নেতা শাহাবুদ্দিন মোল্লা, সহ যুবদল, স্বেচ্ছাসেবকদল, ছাত্রদল, কৃষক দল ও অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে মেহেরপুর জেলা বিএনপির কার্যালয় থেকে র্যালি বের হয়। র্যালিটি মেহেরপুরের প্রধান শহর প্রদক্ষিণ করে জেলা পরিষদের সামনে এসে শেষ হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির প্রতিবাদ সমাবেশ

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাসসহ গ্রেফতারকৃত নেতাদের নি:শর্ত মুক্তির দাবিতে প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

আজ মঙ্গলবার (১৩ইং ডিসেম্বর) বিকেলে জেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে এ সমাবেশ অনুষ্টিত হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুনের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান, জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আরজুল্লাহ বাবলু মাস্টার, জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবু ওবায়দুল্লাহ সেন্টু, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহম্মেদ বিজন,সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম,গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারন সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু,মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক বদরুদ্দিন বিশ্বাস,জেলা বিএনপির সংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্টো,জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম,জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সংগঠনিক সম্পাদক আহম্মেদ রাজিব খান, জেলা মহিলা দলের সভাপতি সাইহেদাতুন নেছা নয়ন ও জেলা ছাত্রদলের সিনিয়র সভাপতি আবির জাভেদ সেনজিন সহ বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের শত শত নেতা কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

সমাবেশ সঞ্চালনা করেন পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

গাংনীতে যুবদল নেতা গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনীতে বেলাল হোসেন ওরফে বেলু (৪০) নামে যুবদলের এক নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গ্রেফতারকৃত বেলু গাংনী উপজেলার সাহারবাটী ইউনিয়ন যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও জোড়পুকুরিয়া গ্রামের আহম্মদ আলীর ছেলে।

আজ শনিবার ভোররাতে গাংনী থানা পুলিশের একটিদল অভিযান চালিয়ে বেলুকে তার নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, আওয়ামী লীগের জাতীয় কাউন্সিল উপলক্ষে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা গত ২৮ নভেম্বার দিবাগত রাত সাড়ে ৮টার দিকে গাংনী শহরে একটি মিছিল বের করে।

এসময় গাংনী সরকারি মাছের হ্যাঁচারির কাছে বিকট শব্দে ককটেল বিষ্ফোরণ হয়। মিছিলকে লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করে বিএনপিকে দায়ি করেছিলেন ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা। ঘটনাস্থল থেকে অবিষ্ফোরিত ৩টি ককটেল উদ্ধার করে পুলিশ। ওই রাতেই মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি সাহিদুজ্জান শিপু বাদি হয়ে বিএনপি নেতাকর্মীদের নামে মামলা দায়ের করেন। ওই মামলায় বেলুকে গ্রেফতার হয়।

শনিবার দুপুরে তাকে মেহেরপুর আদালতে সোর্পদ করা হয়।

গাংনীতে আওয়ামীলীগের প্রতিবাদ মিছিল

গাংনীতে বিএনপি জামাতের নৈরাজ্য,অপপ্রচার ও সন্ত্রাসীমুলক কর্মকান্ডের প্রতিবাদে প্রতিবাদ মিছিল করেছে গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগ,কৃষকলীগ ও সেচ্চাসেবক লীগ।

শনিবার বেলা ১২ টার সময় একটি প্রতিবাদ মিছিল গাংনী বাজার

বাসস্ট্যান্ড রেজাউল চত্বর থেকে বের হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। প্রতিবাদ মিছিলের নেতৃত্ব দেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এমএ খালেক । মিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন এমএম খালেক। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক গোলাম মস্তফা,উপজেলা কৃষক লীগের সভাপতি আতিয়ার রহমান,সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান পলাশ, শ্রমিক লীগের আহবায়ক মনিরুল ইসলাম মনি, উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আসিফ ইকবাল অনিক, গাংনী সরকারি ডিগ্রী কলেজের সভাপতি শাহিন রেজা প্রমুখ।

গাংনীতে দুই বিএনপি কর্মী গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনী থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে দুই বিএনপি কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে। তাদের বিরুদ্ধে নাশকতার অভিযোগ রয়েছে বলে দাবি করেছে পুলিশ।

বৃহষ্পতিবার রাতে তাদেরকে নিজ নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেফতারকৃত কর্মীরা হচ্ছেন- গাংনীর তেরাইল গ্রামের রকবুল হোসেনের ছেলে মন্টু মিয়া(৫০) ও বাওট গ্রামের মওলা বক্সের ছেলে সিরাজুল হক(৫৫)। দুজনকেই শুক্রবার সকালে মেহেরপুর আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, গত ২৮ নভেম্বর সন্ধ্যায় গাংনী শহরে ছাত্রলীগের মিছিল চলাকালীণ সময়ে ককটেল বিষ্ফোরণ ঘটে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে তিনটি ককটেল উদ্ধার করে। বিএনপি কর্মীরা ছাত্রলীগের উপর ককটেল হামলা করে উল্লেখ করে সাবেক ছাত্রনেতা শাহিদুজ্জামান শিপু একটি মামলা করেন। ওই মামলার আসামী হিসেবে মন্টু মিয়া ও সিরাজুল হককে গ্রেফতার দেখিয়ে মেহেরপুর আদালতে প্রেরণ করা হয়।

[redacted]

[redacted]

আলমডাঙ্গার চিৎলা ইউপির সাবেক চেয়ারম্যানসহ বিএনপির ৪ নেতাকর্মী আটক

চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম-সাধারণ সহ বিএনপির ৪ নেতাকর্মীকে পুলিশ আটক করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। শনিবার (০৩ ডিসেম্বর) দিবাগত রাত জেলার বিভিন্নস্থান থেকে তাদেরকে আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও আলমডাঙ্গার চিৎলা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল সালাম বিপ্লব, সদরের আলুকদিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সাধারন সম্পাদক আক্তারুজ্জামান, আলুকদিয়া ইউনিয়ন বিএনপির গ্রাম বিষয়ক সম্পাদক আশাদুল ইসলাম ও চুয়াডাঙ্গা পৌর ছাত্রদলের সদস্য সচিব মাজেদুল ইসলাম মেহেদী।

চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবদলের সভাপতি শরিফুজ্জামান সিজার বলেন, আমাদের চুয়াডাঙ্গায় কোন প্রোগ্রাম নেই। ঢাকায় বিএনপির বিভাগীয় সমাবেশের কোন দিক নির্দেশনা ও আসেনি আমাদের কাছে। এরই মাঝে হঠাৎ করেই আমাদের নেতাকর্মীদের ধড়পাকড় শুরু করেছে পুলিশ। রাতে আমার বাড়িতেই রাতে পুলিশ এসেছিল। সব মামলায় আমরা জামিনে আছি।

তিনি আরও বলেন, সরকার নতুন করে প্রক্রিয়া করছে আমাদের নেতাকর্মীদের ভয়ভীতি দেখিয়ে মামলা দিয়ে জেলে রেখে ঢাকায় বিএনপির বিভাগীয় সমাবেশ কেউ যেন এগুতে না পারে। আমরা আগে থেকেই শুনছি বিভিন্নস্থানে পটকা ফুটিয়ে আমাদের নামে দোষারোপ করছে পুলিশ। আটক নেতাকর্মীদের অবিলম্বে মুক্তি দাবি করছি।

চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সদস্য সচিব শরিফুজ্জামান শরীফ বলেন, শনিবার রাতে পুলিশ জেলা যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদকসহ বিএনপির ৪ নেতাকর্মী আটক করেছে। থানাতে খোজ নিয়ে দেখেছি এদের নামে কোন মামলা নেই। আগামী ১০ ডিসেম্বর বিএনপি সমাবেশকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জেলা পর্যায়ে বিএনপি ও অঙ্গসংঘঠনের নেতৃত্ব পর্যায়ে

নেতাকর্মীদের আটক করা হচ্ছে। পুলিশ বাদি হয়ে গায়েবি মামলা দেয়ার চেষ্টা করছে বলে শুনছি। এই গণগ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং অবিলম্বে মুক্তি দাবি করছি।

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, আইনশৃংখলা রক্ষার ক্ষেত্রে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কাজ করে যাচ্ছে পুলিশ। সেই আলোকেই তাদেরকে আটক করা হয়েছে। আটকদের নিকট থেকে যা কিছু উদ্ধার হয়েছে সেই আলোকেই তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হবে।

গাংনীতে নাশকতা মামলায় বিএনপি নেতা ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেফতার

গাংনী উপজেলা বিএনপির সহ সাংগাঠনিক সম্পাদক ও তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলমকে গ্রেফতার করেছে থানা পুলিশ।

আজ শনিবার (৩ ডিসেম্বর) বিকালের দিকে গাংনী শহরের সিনেমাহল পাড়া এলাকার ভাড়া বাসায় পুলিশের একটি টিম অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।

সাবেক চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলমকে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ৩/৪/৬ ধারা ১৫(৩)/২৫বি তৎসহ ১৯০৮ বিস্ফোরক আইনে সাবেক ছাত্রলীগ নেতা শাহিদুজ্জামান শিপুর দায়ের করা নাশকতা (মামলা নং ৩২, তারিখ ২৯/১২/২২) মামলায় তাকে অজ্ঞাত নামা আসামি হিসেবে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ওসি আব্দুর রাজ্জাক বলেন, জাহাঙ্গীর আলমকে নাশকতার অভিযোগে দায়ের করা মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে শনিবার বিকালেই আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত সোমবার (২৮ নভেম্বর) দিনগত রাত সাড়ে ৮ টার দিকে গাংনী উপজেলা শহরের পরিত্যক্ত সরকারি মৎস্য হ্যাচারি এলাকায় ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে দুর্বৃত্তরা। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তিনটি অবিস্ফোরিত ককটেল উদ্ধার করে।

এ ঘটনায় মামলার এজাহার নামীয় এক নং আসামি গাংনী পৌর যুবদলের আহ্বায়ক ও গাংনী পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর সাইদুল ইসলামকে আটক করা হয়েছে। আজকে মামলার অজ্ঞাত আসামি হিসেবে জাহাঙ্গীর আলমকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এদিকে মিথ্যা সাজানো মামলায় উপজেলা বিএনপি’র সহ সাংগাঠনিক সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলমকে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু। তিনি বলেছেন, ১০ ডিসেম্বর ঢাকা ডাকা বিএনপির সমাবেশ বাঞ্চাল করার জন্য দেশব্যাপি বিএনপি নেতা কর্মীদের বাড়ি বাড়ি পুলিশী তল্লাশীসহ গ্রেফতার ও সাজানো মামলা দিচ্ছে। অবিলম্বে এই সাজানো মামলা থেকে তাদের অব্যহতি দেওয়ার দাবী জানান তিনি।